দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 31 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

চাবির হলগুলোতে তীব্র আবাসন সঙ্কট

বহিরাগত ও অছাত্রদের চাপ : গভীর রাতে জগন্নাথ হলে অভিযান : ১২ রুম সিলগালা

মোবারক হোসাইন : বহিরাগত আর অছাত্রদের চাপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আবাসন সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছে। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের আত্মীয়-স্বজন আর বহিরাগত বন্ধুদের দখলে রয়েছে হলগুলোর অনেকাংশে। এছাড়া অনেক হলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ব্যবসায়ী, কর্মজীবী, দিনমজুরসহ নানাজনের কাছে সিট ভাড়া দিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বহিরাগতদের চিহ্নিত করে বের করতে গত সোমবার গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে অভিযান চালায় কর্তৃপক্ষ। এ সময় ছাত্রলীগের ছত্রছায়ায় অবস্থানরত দেড়শতাধিক অছাত্র ও বহিরাগতকে হল থেকে বের করে দেয়া হয়। তালা লাগিয়ে দেয়া হয় ১২টি কক্ষে। এদের মধ্যে ছিল 'তিয়াস ওয়াটার পাম্পে'র এক কর্মচারী। অভিযোগ রয়েছে এই কর্মচারীর মতো অনেকের কাছেই ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা হলের কক্ষ ভাড়া দিচ্ছেন। এসব সমস্যা নিরসনে জগন্নাথ হলের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে সব হলে তল্লাশি চালানো হবে বলে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় ও হল প্রশাসন।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১৮টি হল রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে হলগুলোতে থাকেন মাত্র ২২ হাজার শিক্ষার্থী। হলে অবস্থানরত এই ২২ হাজার শিক্ষার্থীও স্বাভাবিকভাবে দিনযাপন করতে পারেন না। সিট সঙ্কটের কারণে এক রুমে থাকতে হয় ধারণক্ষমতার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শিক্ষার্থী। ৮/১০ জন থেকে শুরু করে ৩০/৪০ জন পর্যন্ত শিক্ষার্থী থাকেন প্রত্যেক রুমে। হলগুলো অছাত্র আর বহিরাগতদের অভয়ারণ্যে পরিণত হওয়ায় আবাসন সমস্যা আরো প্রকট হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, ছাত্রলীগ নেতাকর্মী হতে শুরু করে চুনোপুটিদের আত্মীয়-স্বজন আর বহিরাগত বন্ধুদের বছরের বছর অবৈধভাবে হলে অবস্থানের কারণে বৈধ শিক্ষার্থীরা সিট পাচ্ছেন না। এছাড়া ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের এসব নেতাকর্মীদের ছাত্রত্ব বহুকাল আগে শেষ হলেও হরহামেশাই হলে থাকছেন তারা। ব্যাংক কর্মকর্তা, গোয়েন্দা সংস্থাসহ বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে কর্মরত হলে অবস্থানরত এসব বহিরাগতদের কর্তৃপক্ষ বারবার সতর্ক করলেও তারা এসবের থোড়াই কেয়ার করছেন। অভিযোগ উঠেছে, নিজেরা অবৈধভাবে হলে অবস্থানের পাশাপাশি বহিরাগতদের কাছে হলের কক্ষ ভাড়া দেন ছাত্রলীগের এসব নেতাকর্মীরা। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, জহুরুল হক হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, সূর্যসেন হল, স্যার এ এফ রহমান হল, বঙ্গবন্ধু হল, জসীম উদ্দিন হল, ঝিয়া হল, শহীদুল্লাহ হল, একুশে হল ও ফজলুল হক মুসলিম হলসহ প্রায় সবগুলো আবাসিক হলেই ছাত্রলীগ পরিচয়ে অবস্থান করছেন বহু আগে ছাত্রত্ব শেষ হওয়া অছাত্র ও বহিরাগতরা। এছাড়া এসব নেতাকর্মীদের ছত্রছায়ায় হলের একটি বিশাল অংশজুড়ে আছেন তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা। বহিরাগত এসব অবস্থানকারীরা হলে প্রায়ই বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ চালিয়ে যান নিভৃতে। মদ্যপান ও জুয়ার আসর বসিয়ে এরা হলের পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করেন।

তবে এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের কেউ হলে কক্ষ ভাড়া দেয়া বা বহিরাগতদের রাখার সঙ্গে জড়িত নয়। ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করে কেউ এসব করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

হলে বহিরাগতদের চিহ্নিত করতে গত সোমবার জগন্নাথ হলে তল্লাশি চালিয়ে অর্ধশতাধিক বহিরাগতকে বের করে দিয়ে ১২টি কক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে হল কর্তৃপক্ষ। গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে হলের ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব ভবনে (উত্তর ভবন) তল্লাশি চালানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানান, রাতে হঠাৎ করেই হল প্রশাসন হলের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ফটক দুটি বন্ধ করে দেয়। এরপর প্রভোস্টের নেতৃত্বে উত্তর ভবনের প্রতিটি কক্ষে গিয়ে ছাত্রদের পরিচয়পত্র দেখতে চান শিক্ষক ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এ সময় পরিচয়পত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় অর্ধশতাধিক সাবেক ছাত্র ও বহিরাগতকে হল থেকে বের করে দেয়া হয়।

হল প্রভোস্ট প্রফেসর অসীম সরকার বলেন, অভিযান হঠাৎ করে হয়নি। অনেকদিন আগে থেকেই তাদের সতর্ক করে রুমে রুমে নোটিস দেয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, হলের ৫৭ নম্বর কক্ষে পাওয়া গেছে 'তিয়াস ওয়াটার পাম্পে'র একজন কর্মচারীকে। ১৪২ নম্বর রুমে থাকতেন বঙ্গবন্ধু হলের ব্যাংকিং বিভাগের এক শিক্ষার্থী। এছাড়া ১২১, ১২২, ১৩১, ১৪৩, ১৫৪সহ মোট ১২টি কক্ষ সিলগালা করে দেয়া হয়েছে। এসব কক্ষে বহিরাগতরা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছিলেন বলে প্রভোস্ট জানান।

তিনি বলেন, উত্তর বাড়ি ভবনে বহিরাগতরা অবৈধভাবে থাকছে- এমন অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে তাদের চিহ্নিত করে বের করে দেয়া হয়েছে। এরপরও কোনো বহিরাগতকে হলে পাওয়া গেলে তাকে পুলিশে দেয়া হবে বলে সতর্ক করেন প্রভোস্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. আমজাদ আলী বলেন, শুধু জগন্নাথ হল নয়, ছেলেদের প্রতিটি হলেই বহিরাগতরা অবৈধভাবে অবস্থান করছে বলে খবর আছে। পর্যায়ক্রমে সব হলেই তল্লাশি চালানো হবে।